শিক্ষনীয় ঘটনা

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর জীবনী থেকে নেওয়া

একদিন রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, বাবা আমার জন্য খাবার টেবিলে অপেক্ষা করছেন ! টেবিলে রাখা আছে রান্না করা ন্যুডলসের দুটি প্লেট । একটা প্লেটের ওপর রাখা ছিল একটি খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিম । অন্য প্লেটটি ছিল শুধু ন্যুডলসের, বাবা আমাকে যে-কোনো একটি প্লেট বেছে নিতে বললেন ।স্বাভাবিকভাবেই আমি ডিমসমেত প্লেটটাই উঠিয়ে নিলাম । সেইসব দিনে চীনে ডিম ছিল এক দুষ্প্রাপ্য জিনিস ! উৎসবের দিন ছাড়া কারো বাড়িতে ডিম খাবার কথা তখন ভাবা যেত না । খাওয়া শুরু করার পর দেখা গেলো বাবার প্লেটে ন্যুডলসের তলায় লুকিয়ে রাখা আছে দুটো ডিম, ফলে আমার খুব দুঃখ লাগছিল তখন । মনে মনে ভাবছিলাম, কেন যে তাড়াহুড়ো করে বাছতে গেলাম ? বাবা আমাকে দেখছিলেন, খাবার শেষ করার পর মৃদু হেসে বললেন, মনে রেখো তোমার চোখ যা দেখে, সেটা সবসময় সত্যি নাও হতে পারে ।
শুধু চোখে দেখে যদি মানুষ বা কোনো পরিস্থিতিকে বিচার করে সিদ্ধান্ত নাও, ঠকে যাওয়ার সম্ভবনাই বেশি । পরের দিন আমার বাবা আবারও খাবার টেবিলে ন্যুডলস ভর্তি দুটো প্লেট রেখে আমাকে খেতে ডাকলেন । আগের দিনের মতো এবারও একটাতে ডিম আছে, আর একটাতে নেই । আমাকে যে-কোনো একটি প্লেট বেছে নিতে বলা হলো । আমি আগের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, চোখ যা দেখে তা সত্যি নাও হতে পারে । আমি ডিম ছাড়া প্লেটটিই বেছে নিলাম । কিন্তু খেতে গিয়ে দেখলাম, ভেতরে কোনো ডিমই নেই ! বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন ।

“অভিজ্ঞতা সবসময় সঠিক পথ দেখায় না, জীবন বড় বিচিত্র । জীবনে চলার পথে বহুবার আমাদের মরীচিকার মুখোমুখি হতে হয়, এর থেকে উত্তরণ অসম্ভব ! জীবন যেটা তোমাকে দিয়েছে, সেটা মেনে নিলে কষ্ট কম হবে । তোমার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা তুমি অবশ্যই কাজে লাগাবে, কিন্তু শেষ কথা জীবনই বলবে ।"

তৃতীয় দিন আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি । আগের দিনের মতোই এবারেও একটাতে ডিম আছে, আর একটাতে নেই । তবে একটা ব্যাপার এবার একটু অন্য রকম মনে হলো । এবার আমি বাবাকে বললাম, আগে তুমি নাও, তারপর আমি । কারণ তুমি বাড়ির সবার বড়ো, এই সংসার তোমার আয়ে চলে, তোমার অধিকার সবার আগে । শুনে বাবার মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠলো, মুখে কিছু বললেন না যদিও । খাওয়া শুরু করার পর, আমি দেখলাম ন্যুডলসের নিচে আমার প্লেটে দুটো ডিম । খাবার শেষ করার পর, বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন ।

সস্নেহে আমার হাত ধরে বললেন, “মনে রেখো, কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম । তুমি জীবনে যদি অন্যের জন্য ভাবো, অন্যকে দাও । জীবনও তোমার কথা ভাববে, তোমাকে আরো বহুগুণে ফিরিয়ে দেবে । আমাদের সকলের জীবনে মা-বাবা প্রধান ও প্রথম শিক্ষক । মা-বাবার উপদেশ পালন করে কেউ কখনও ঠকেনি, ঠকবে না । কারণ, কোনো মা-বাবা সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না । সূত্র : বিদেশি ম্যাগাজিন